গুড মর্নিং.নেট.ইন

goodmorning.net.in (weekly web newspaper) ◆ ১-৩১ জুলাই, ২০১৯ (ইস্যু-৫৫)

বাংলায় সংঘের শাখা বাড়ানোর ডাক দিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত

সোমেন মিত্র নন, লোকসভায় কংগ্রেস দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর হাত ধরে জোটের বার্তা সিপিএমের

পরিবেশ সচেতনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রা।

২১শে জুলাই জনজোয়ারের মাঝে বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীহরিকোটা থেকে চন্দ্রযান-২'এর সফল উৎক্ষেপণ

জরুরি পরিষেবা

পুলিশ কন্ট্রোল (লালবাজার)
(০৩৩) ২২১৪-৩২৩০/৩০২৩

রাজ্য পুলিশ কন্ট্রোল
(০৩৩) ২২২১-৫৪১৫/৫৪/৮৬

অশালীন ফোন বা এসএমএস হেল্পলাইন
৮০১৭-১০০-১০০

সাইবার অপরাধ জানাতে লগ ইন করুন
www.facebook.com/CYKOPS

হাওড়া স্টেশন (ওল্ড কমপ্লেক্স)
(০৩৩) ২৬৩৮-৭৪১২/৩৫৪২/২৫৮১

হাওড়া স্টেশন (নিউ কমপ্লেক্স)
(০৩৩) ২৬৩৮-২২১৭

শিয়ালদহ
(০৩৩) ২৩৫০-৩৫৩৫/৩৫৩৭

দমকল
২২৪৪-০১০১/০১৬৩/০১৭০

হাসপাতাল
এস এস কে এম–২২০৪-১১০০ / ২২২৩-১৫৮৯। টাটা মেডিক্যাল সেন্টার হাসপাতাল–৬৬০৫-৭০০০। সিএএমআরআই–(০৩৪২) ২৫৪১১৮২। এনআরএস– (০৩৩) ২২৪৪-৩২১৩, ২২৬৫-৩২১৪-১৭। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান–২৪৭৫-৩৬৩৬-৯। ন্যাশনাল মেডিকেল–(০৩৩) ২২৪৪-০১২২, ২২৮৯-৭১২২/২৩। আর জি কর–২৫৩০-৪৫৫৭। শম্ভুনাথ পণ্ডিত–২২৮৭-০০৭৮-৭৯। পিয়ারলেস–২৪৬২-২৩৯৪/২৪৬২। রুবী জেনারেল–২৪৪২-৬০৯১। বি এম বিড়লা–২৪৫৬-৭৭৭৭/৭৮৯০। অ্যাপোলো গ্লেনিগলস—২৩২০-২১২২/৩০৪০। সিলভারলাইন আই–২৪৭২-০৮৩৬/২৪৭৩-৬৯৪০। নর্থসিটি–২৩২১-১১০১/০২। মাতৃ মঙ্গল প্রতিষ্ঠান–২২৭১-৪০৬৬/২২৬৯-৮০১৯। ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক–২৬৪৪-৮৮৮৮/৯৮০০। বাঙ্গুর—২২২৩-৭৭০৬। বালানন্দ ব্রহ্মচারী–৩৯৬-১৬৮৭/৭৮০১। বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতাল— (০৩৩) ২৩৭০-১২৫১। বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতাল— (০৩৩) ২৩৫২-৮১০১/৯৭৪০।

ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক–২৩৫১-০৬১৯। লাইফ কেয়ার–২২৮৪-৬৯৪০/২২৯৮। ভোরুকা–২২৬৫-৮০৯২। অশোক ল্যাব —২৪৭২-০৩৩৩/২৪১৪-৮২৫০। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান–২৪৭৫-৩৬৩৬-৯।

অ্যাম্বুলেন্স
বাঘাযতীন ক্লাব–২৬৬৪-২১০৯ মোবাইল—৯৪৩৩০৯৫৮৩৩। সাউথ এন্ড পলিক্লিনিক–২৪৬৬-২৪৩৩। লাইফ লাইন ডায়গোনেস্টিক সেন্টার—২২৮০-৫০৮৬। ধন্বন্তরী—২৪৪৯-৫১৬৮। মোবাইল—৯৩৩১২৫৪৮৫৬। সাউথ ক্যালকাটা নার্সেস ব্যুরো–২৪১৬-০৯৯২। মোবাইল—৯৮৩১০২২৩০৮। মেডিকেল ব্যাঙ্ক–২৫৫৪-০০৮৪। মোবাইল—৯৮৩১০৬২১৫৭।

এলপিজি
কাস্টমার সার্ভিস সেল (ইন্ডেন)–১২৬০, ২৪১৪৫৫২৩/৫৮৬১, হেল্পলাইন–১৮০০-৩৪৫-৫৫৬৬। দুর্গাপুর ডিভিশন–৯৫৩৪৩-২৫৪৬৪২০। শিলিগুড়ি ডিভিশন–৯৫৩৫৩২৫৭৩৯৪। ভারত পেট্রোলিয়াম–১৭১২। হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম–১৭১৬। গ্রেটার কলকাতা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন–৪১৮/৪১০৪।

রেল পরিষেবা

ট্রেনের নম্বর	ট্রেনের নাম	সার্ভিস	গন্তব্য	ছাড়ার সময়	গন্তব্যে পৌঁছোয়
		হাওড়া থেকে ছাড়ছে			
12337	শান্তিনিকেতন এক্স	D	বোলপুল	১০-১০	১২-২৫
13017	গণদেবতা এক্স	D	আজিমগঞ্জ	৬-০৫	১৩-০৫
13011	ইন্টারসিটি এক্স	D	মালদহ টাউন	১৫-২৫	২২-৫০
13465	ইন্টারসিটি এক্স	D	মালদহ টাউন	১৫-১৫	২২-২০
12023	জন শতাব্দী এক্স	D	পাটনা	১৪-০৫	২২-১৫
13317	ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্স	D	ধানবাদ	৬-১৫	১১-১০
12339	কোলফিল্ড এক্স	D	ধানবাদ	১৭-২০	২১-৪০
15959	কামরূপ এক্স	D	ডিব্রুগড়	১৭-২০	২১-৪০
12345	সরাইঘাট এক্স	D	গুয়াহাটি	১৫-৫০	৯-৩০
12381	পূর্বা এক্স	3 4 7	নিউ দিল্লি	৮-১৫	৭-২০
12303	পূর্বা এক্স	1 2 5 6	নিউ দিল্লি	৮-০৫	৭-২০
12305	হাওড়া রাজধানী এক্স	7	নিউ দিল্লি	১৪-০৫	৯-৫৫
12301	হাওড়া রাজধানী এক্স	1 2 3 4 5 6	নিউ দিল্লি	১৬-৫৫	৯-৫৫
12273	হাওড়া-নিউ দিল্লি দুরন্ত এক্স	1 5	নিউ দিল্লি	১২-৫০	৬-০৫
12249	হাওড়া-নিউ দিল্লি যুবা এক্স	6	নিউ দিল্লি	১৮-৪০	১১-২৫
12311	কালকা মেল	D	দিল্লি-কালকা	১৯-৪০	৪-৩০
12323	হাওড়া-নিউ দিল্লি এক্স	2 5	নিউ দিল্লি	১৮-৫০	১৭-০০
13039	হাওড়া-দিল্লি জনতা এক্স	D	দিল্লি	২০-২০	১১-৪৫
13007	উদ্যান আভা তুফান এক্স	D	শ্রী গঙ্গানগর	৯-৩৫	৭-০০
12331	হিমগিরি এক্স	2 5 6	জম্মু	২৩-৫৫	১২-৩০
15047	পূর্বাঞ্চল এক্স	1 2 4 6	গোরক্ষপুর	১৪-৩০	৭-৪৫
11448	শক্তিপুঞ্জ এক্স	D	জব্বলপুর	১৪-৩৫	১৫-৪৫
12177	চম্বল এক্স	5	মথুরা	১৭-৪৫	২০-১৫
12175	চম্বল এক্স	2 3 7	গোয়ালিয়র	১৭-৪৫	১৭-১০
13021	মিথলা এক্স	D	রক্সৌল	১৫-৪৫	৮-৩০
13005	অমৃতসর মেল	D	অমৃতসর	১৯-১০	৮-৫৫
13049	অমৃতসর এক্স	D	অমৃতসর	১৩-৫০	১০-১০
53047	বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার	D	রামপুরহাট	১৬-৪০	২১-৩৫
53045	ময়ূরাক্ষী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার	D	রামপুরহাট	১৬-২৫	২২-১৫
13051	হুল এক্স	D	সিউড়ি	৬-৪৫	১১-৪০
13053	সিউড়ি এক্স	D	সিউড়ি	৮-৩৫	১৩-৪০
12341	অগ্নিবীণা এক্স	D	আসানসোল	১৮-২০	২১-৩৫
13009	দুন এক্স	D	দেরাদুন	২০-৩০	৭-২৫
12327	উপাসনা এক্স	2 5	দেরাদুন	১৩-১০	১৮-১০
12369	কুম্ভ এক্স	1 3 4 6 7	হরিদ্বার	১৩-১০	১৬-০৫
13023	গয়া এক্স	D	গয়া	১৯-৫০	১০-৪০
12351	দানাপুর এক্স	D	দানাপুর	২০-৩৫	৭-০০
12333	বিভূতি এক্স	D	এলাহাবাদ সিটি	২০-০০	১২-০০
13019	বাঘ এক্স	D	কাঠগোদাম	২১-৪৫	৯-৩০
13071	জামালপুর এক্স	D	জামালপুর	২১-৩৫	৭-১০
53049	মোকামা ফাস্ট প্যাসেঞ্জার	D	মোকামা জং	২৩-১০	১১-১০
12307	যোধপুর এক্স	D	যোধপুর	২৩-৩০	৬-২৫
12827	পুরুলিয়া এক্স	D	পুরুলিয়া	১৬-৫০	২২-২০
12865	লালমাটি এক্স	2 6	পুরুলিয়া	৮-৩০	১৪-১৫
12021	জনশতাব্দী এক্স	D	বারবিল	৬-২০	১৩-০৫
12871	ইস্পাত এক্স	D	তিতলাগড়	৬-৫৫	২০-২০

ট্রেনের নম্বর	ট্রেনের নাম	সার্ভিস	গন্তব্য	ছাড়ার সময়	গন্তব্যে পৌঁছোয়
12102	জ্ঞানেশ্বরী সুপার ডিলাক্স এক্স	1 3 4 7	লোকমান্য তিলক (LTT)	২২-৫৫	৫-৪৫
12152	সমারসতা এক্স	5 6	এলটিটি	২১-১৫	৭-৩০
12321	মুম্বই মেল (ভায়া গয়া)	D	মুম্বই CST	২২-০০	১১-২৫
12262	হাওড়া-মুম্বই দুরন্ত এক্স	1 2 3 5	মুম্বই CST	৮-২০	১০-৩০
12810	মুম্বই মেল	D	মুম্বই CST	২০-১৫	৫-২৫
12860	গীতাঞ্জলি এক্স	D	মুম্বই CST	১৩-৫০	২১-২০
12130	আজাদ হিন্দ এক্স	D	দিঘা	৬-৪০	১০-০০
12857	হাওড়া-দিঘা তাম্রলিপ্ত এক্স	D	পুণে	২১-৫৫	৬-৫০
18001	হাওড়া-দিঘা কাণ্ডারী এক্স	D	পুণে	১৪-১৫	১৭-৫০
		শিয়ালদহ থেকে ছাড়ছে			
12317	অকালখ্ত এক্স	3 7	অমৃতসর	৭-৪০	১৭-১৫
13153	গৌড় এক্স	D	মালদহ টাউন	২২-১৫	৬-১৫
53131	মজফফরপুর ফাস্টপ্যাসেঞ্জার	D	মজফফরপুর	৫-৫০	০০-১৫
15657	কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স	D	গুয়াহাটি	৬-৩৫	৪-৩০
12343	দার্জিলিঙ মেল	D	নিউ জলপাইগুড়ি	২২-০৫	৮-০০
13147	উত্তরবঙ্গ এক্স	D	নিউ কোচবিহার	১৯-৩৫	৯-২৫
13149	কাঞ্চনকন্যা এক্স	D	আলিপুরদুয়ার জং	২০-৩০	১২-১০
13141	তিস্তা-তোর্সা এক্স	D	হলদিবাড়ি/আলিপুরদুয়ার	১৩-৪০	৭-১৫
12313	শিয়ালদহ রাজধানী এক্স	D	নিউ দিল্লি	১৬-৫০	১০-২০
12259	শিয়ালদহ-নিউ দিল্লি দুরন্ত এক্স	1 3 4 7	নিউ দিল্লি	১৮-৩০	১১-২৫
12329	ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্ক ক্রান্তি	2	দিল্লি	১৩-১০	১১-৫৫
22201	শিয়ালদহ-পুরী দুরন্ত এক্স	1 3 5	পুরী	২০-০০	৮-০০
13103	ভাগীরথী এক্স	D	লালগোলা	১৮-২০	২২-৫৫
13185	গঙ্গাসাগর এক্স	D	জয়নগর	১৫-৪০	৭-৫৫
12383	ইন্টারসিটি এক্স	Except 7	আসানসোল	১৭-০০	২০-৫৫
13163	হাটেবাজারে এক্স	D	শহর্ষ	২০-১০	১২-১৫
13133	শিয়ালদহ-বারাণসী এক্স	Except 4 7	বারাণসী	২১-১৫	২১-৪০
13105	বালিয়া এক্স	D	বালিয়া	১৩-২০	৬-১০
12315	অনন্যা এক্স	4	উদয়পুর	১৩-১০	৩-০০
12987	আজমের এক্স	D	আজমের	২৩-২০	২-৪৫
		কলকাতা (চিৎপুর) থেকে ছাড়ছে			
12357	দুর্গিয়ানা এক্স	2 6	অমৃতসর	১২-২০	১৭-১৫
13151	জম্মু তাওয়াই এক্স	D	জম্মু	১১-৪৫	৮-৩০
13111	লাল কেল্লা এক্স	D	দিল্লি	২০-১৫	৩-১০
15049	গোরক্ষপুর এক্স	3 7	গোরক্ষপুর	১৪-৩০	৯-৪০
15051	গোরক্ষপুর এক্স	5	গোরক্ষপুর	১৪-৩০	৮-১০
		সাঁতরাগাছি থেকে ছাড়ছে			
12883	রূপসী বাংলা এক্স	D	পুরুলিয়া	৬-২৫	১১-৫০
12950	কবিগুরু (পোরবন্দর) এক্স	7	পোরবন্দর	২১-২৫	২০-৩৫
22807	চেন্নাই এসি এক্স	2 5	চেন্নাই সেন্ট্রাল	১৯-০০	২২-৪৫
22855	তিরুপতি এক্স	7	তিরুপতি	১৬-০৫	১৮-০০

আইআইটি খড়গপুর আর্ন্তজাতিক ছাত্রছাত্রীদের অর্থভিত্তিক কর্মসূচির জন্য আগ্রহী হয়েছে

কলকাতা ঃ **আইআইটি খড়গপুর, বেশ কয়েকটি স্কলারশিপ কর্মসূচি চালু করেছে। এ জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্ররা ছাড়াও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস-এর পক্ষ থেকেও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের স্টাডি ইনি ইন্ডিয়া প্রকল্পেও অর্থ সাহায্যের সংস্থান থাকবে। আর্থিক সহায়তাভিত্তিক এই কর্মসূচিতে এ বছর বিভিন্ন ডিগ্রি পাঠ্যক্রমে ভর্তি হওয়ার জন্য ২২০ জন বিদেশি ছাত্রছাত্রীর আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি যেমন আফগানিস্থান, বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা থেকেও ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন জমা করেছেন। এমনকি আশিয়ান দেশগুলি যেমন ভিয়েতনাম, লাওস এবং ল্যাতিন আমেরিকার কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা ও বৃহত্তর আফ্রিকার মাদাগাস্কার, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, জিম্বাবোয়ে, ইথিওপিয়া, রোয়ান্ডা, অঙ্গোলা, সুদান থেকেও ছাত্র-ছাত্রীর আবেদন জমা করেছেন।**

এছাড়াও মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্যের ইরান, সিরিয়া, প্যালেস্তাইন, সৌদি আরব এবং রাশিয়া, কোরিয়ার মতো দেশে থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী এখানে ভর্তির হওয়ার জন্য আবেদন জমা করেছেন। স্নাতকোত্তর এবং ডক্টর ডিগ্রির ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ১১ জন ছাত্র-ছাত্রী চলতি শিক্ষাবর্ষে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন।

মহাকাশ, ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়ো টেকনোলজি, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো এমটেক পাঠ্যক্রমে এই সেমিস্টারে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। এবছর ননডিগ্রি পাঠ্যক্রমে এই প্রতিষ্ঠানে আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, নরওয়ে, স্পেন, ইরান, রোয়ান্ডা থেকে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করেছেন। এছাড়াও একাধিক অর্থায়িত কর্মসূচি ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

ক্লিক ক্লিক ক্লিক
Good Morning
WEEKLY WEB NEWSPAPER
ওয়েব নিউজ পেপার এখন আপনার হাতের সামনে
Just Click on
Google Chrome
Mail us : www.goodmorning.net.in

‘চন্দ্রশেখর আদর্শগত রাজনীতির শেষ প্রতীক’ শীর্ষক বই প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি ‘চন্দ্রশেখর আদর্শগত রাজনীতির শেষ প্রতীক’ শীর্ষক বই প্রকাশ করেছেন। বইটি লিখেছেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ এবং রবি দত্ত বাজপেয়ীর। এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সংসদের গ্রন্থাগার কক্ষের বালাযোগী অডিটোরিয়ামে।

প্রধানমন্ত্রী বইটির প্রথম খন্ড উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডুর হাতে তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চন্দ্রশেখরজির মৃত্যুর ১২ বছর পরেও আজকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরজির চিন্তা-ভাবনা প্রতিনিয়ত আমাদের পথ দেখায় এবং অনুপ্রেরণা জোগায়।

প্রধানমন্ত্রী এই বই লেখার জন্য হরিবংশকে ধন্যবাদ জানিয়ে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সাক্ষাতের কিছু মুহূর্ত এবং কিছু ঘটনার স্মৃতিচারণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, চন্দ্রশেখরজির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। চন্দ্রশেখরজির সেইসময় উপরাষ্ট্রপতি ভৈরন সিং শেখাওয়াতের সঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন। তিনি দিল্লি বিমানবন্দরে চন্দ্রশেখরজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁরা ভিন্ন রাজনৈতিক

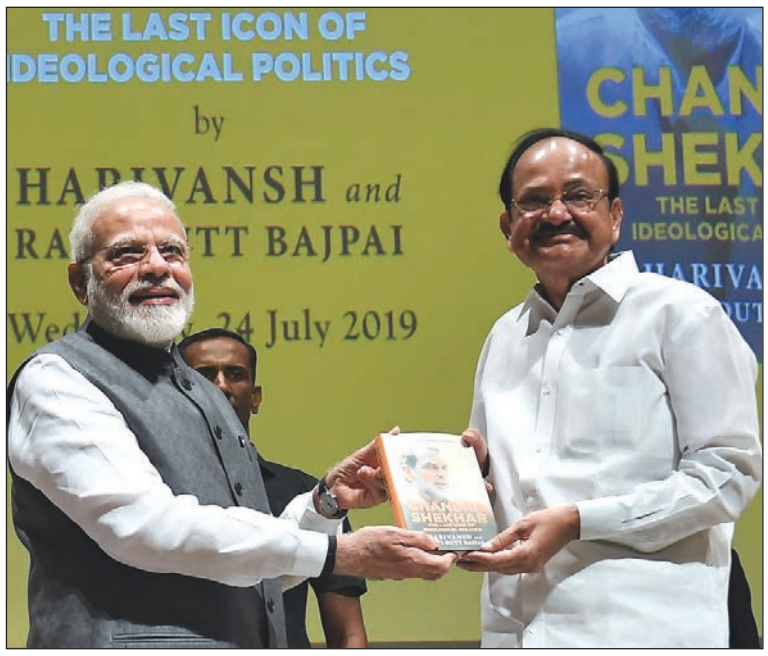

দৃষ্টিভঙ্গির লোক হলেও দুই নেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, অটল বিহারী বাজপেয়ীকে গুরুজি বলে ডাকতেন চন্দ্রশেখরজি। তিনি বলেন, চন্দ্রশেখরজি তাঁর সংস্কৃতিমনস্ক এবং মতাদর্শের কারণে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এমনকি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের কারণে তৎকালীন শাসক দলের সঙ্গেও বিরোধিতায় সংকোচবোধ করতেন না।

মোহন ধারিয়াজি এবং জর্জ ফার্নান্ডেজের মতো নেতারাও চন্দ্রশেখরজির কথা বার বার বলতেন বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

চন্দ্রশেখরজির সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের কথা স্মরণ করেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, অসুস্থ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখতেন। যখনই মোদী দিল্লিতে আসতেন, তখনই তাঁকে ফোন করে আমন্ত্রণ জানাতেন। সাক্ষাতের সময় চন্দ্রশেখরজি গুজরাতের উন্নয়ন নিয়ে খোঁজ-খবর নিতেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হত।

চন্দ্রশেখরজির স্বচ্ছ চিন্তা-ভাবনা, মানুষের প্রতি তাঁর আস্থা এবং গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি তাঁর দৃঢ়তা প্রশংসনীয় বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

কৃষক, দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষের জন্য চন্দ্রশেখরজির ঐতিহাসিক পদযাত্রার কথাও স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এটা খুব দুর্ভাগ্যের, তাঁর সেই সময় যে সম্মান প্রাপ্য ছিল, তা তিনি পাননি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমস্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের নিয়ে দিল্লিতে একটি সংগ্রহশালা তৈরি করা হবে। তাঁদের জীবনী এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কর্মকান্ডের বিষয় তুলে ধরার জন্য, তিনি সমস্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পরিবারদের কাছে আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতাকে দূরে সরিয়ে দেশে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা গুলাম নবি আজাদ।

মোদীর সঙ্গে মায়ানমারের মিন অঙ হাইং-এর সাক্ষাৎ

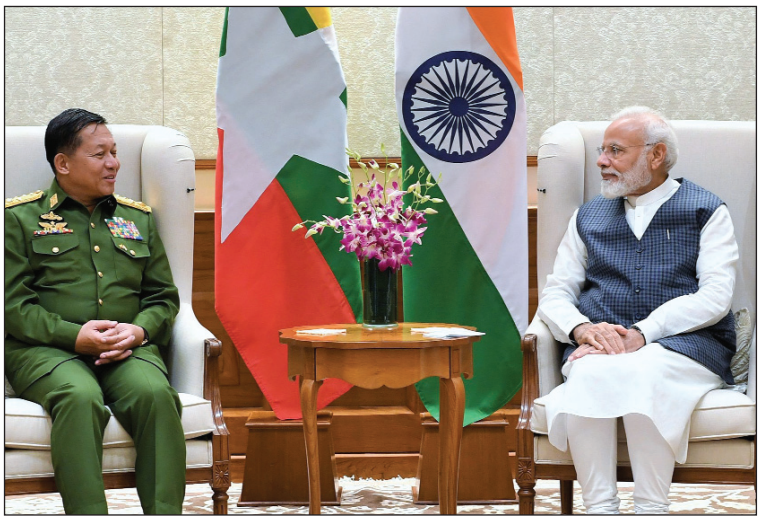

নয়াদিল্লিঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সম্প্রতি মায়ানমারের সেনাবাহিনীর প্রধান সিনিয়ার জেনারেল মিন অঙ হাইং সাক্ষাৎ করেন।

সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনে সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান মায়ানমারের সেনাপ্রধান। গত কয়েক বছরে ভারতের সঙ্গে তার দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে বলে জানান তিনি। একইসঙ্গে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সেনা এবং নিরাপত্তা সহযোগিতা নিয়ে সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে বলেও সেনাপ্রধান উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, মায়ানমার সফরের সময় উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং আতিথেয়তায় তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। একইসঙ্গে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, দক্ষতা বৃদ্ধি, সন্ত্রাস দমন, সেনাবাহিনীর যৌথ মহড়া, উপকূলীয় সহযোগিতা এমনকি আর্থিক বিকাশ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে গভীর সম্পর্ক রয়েছে বলে জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, মায়ানমারের সঙ্গে আগামী দিনে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভারত বদ্ধপরিকর।

জলমগ্ন থানের বদলাপুর। তারই মাঝে আটকে মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেস।

বন্যায় ট্রেনে আটক যাত্রীদের উদ্ধারে ভারতীয় নৌবাহিনী

নয়াদিল্লি ঃ মুম্বই এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রবল বর্ষণের পর ২৭ জুলাই সকালে বদলাপুরের কাছে মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেসে আটকে থাকা যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য মধ্য রেলের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ভারতীয় নৌবাহিনীর ন'টি উদ্ধারকারী দল আটকে থাকা যাত্রীদের বের করার কাজে হাত লাগায়। উল্লাস নদীর জল উপচে ওই এলাকা ভাসিয়ে দিয়েছিল। এই দলে বেশ কয়েকজন ডুবুরি ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল নৌকা এবং লাইফ জ্যাকেট সহ উদ্ধার কাজে ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র। একটি সিকিং হেলিকপ্টার ডুবুরিদের ওই এলাকায় নামিয়ে দেয়। সঙ্গে ছিল হাওয়া ভর্তি ভেলা।

প্রবল বৃষ্টি সত্ত্বেও উদ্ধারকারী দল নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে সক্ষম হন। তারা আটকে থাকা যাত্রীদের বের করে আনার কাজ শুরু করে। সিকিং হেলিকপ্টার এবং ভারতীয় বায়ুসেনার এমআই১৭ হেলিকপ্টার আকাশপথে পুরো প্রক্রিয়াটির ওপর নজরদারি চালায়। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং রাজ্য সরকারের উদ্ধারকারী দলগুলির সঙ্গে সন্ধ্যার মধ্যে নৌবাহিনীর সদস্যরা সমস্ত যাত্রীদের নিরাপদে বের করে আনেন। নৌবাহিনীর পশ্চিমাঞ্চলীয় কম্যান্ড পুরো প্রক্রিয়ায় রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিল। তারা যে কোনরকম সাহায্যের জন্য সদা প্রস্তুত এবং তৎপর ছিল।

আমাদের অ্যালবাম

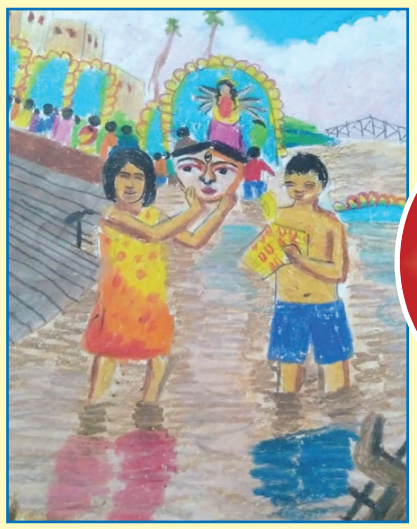

নবনীতা পাল
প্রথম শ্রেণি
টাকি গার্লস স্কুল

অভিস্মিতা বসু
নার্সারি
কিডজি, বিরাটি

ভারত পথিক শ্রী চৈতন্যদেব

পূর্ববর্তী সংখ্যার পর-

এরপর শ্রীমা তথা সারদামাতা ৩নং (বর্তমানে ৩এ ও ৩বি) সরকার বাড়ি লেনের গুদামবাড়িতে কয়েকমাস ছিলেন। এখানে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণের আরেক লীলাপার্ষদ সাধু নাগ মহাশয়ও এই বাড়িতে এসেছিলেন। দু'জনেই মায়েরমহিলা তথা স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন।

এরপর ১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে বাগবাজারের ১০/২, বোসপাড়া লেনের ভাড়াবাড়িতে আসেন। এখানে স্বামীজি মাতৃদর্শনে আসেন ১৪ মার্চ। পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতাও এখানে এসেছিলেন। তাঁর আগমনের দিনটি (১৭.০৩.১৮৯৮) 'এ ডে অফ ডে'স' হিসেবে পালিত হয়।

১৯০০ সালের শেষভাগ শ্রীমা ৫২নং রমাকান্ত বোস লেনের আসার পূর্বে এক বছর জয়রামবাটীতে ফিরে গিয়েছিলেন।

এছাড়া শ্রীমা স্বামী সারদানন্দের ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৯০৪ সালের জানুয়ারি থেকে প্রায় কেবছর ২/১, বাগবাজার স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। ১৯০৬ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ তিনি এই বাড়িতে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করেন।

মাতা সারদার বাগবাজারে স্থায়ী ঠিকানা হয় গোপাল নিয়োগী লেনে। ১৯০৫ সালের ১৮ জুলাই জমি ক্রয় করা হয়েছিল। জমি দান করেছিলেন শরৎ মহারাজ। নির্মাণ কার্যে তৎপরতা ছিল দেখার মতো। নির্মাণকার্য শেষ হয়েছিল ১৯০৮ সালের শেষের দিকে। শ্রীমা বাড়িতে শুভ পদার্পণ করেছিলেন রবিবার ২৩ মে, ১৯০৯ (বাংলা, ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬) তারিখে। এরপর একাধিকবার সারদা তথা শ্রীমা এই ঐতিহাসিক অঙ্গনে এসেছেন। আর অগণিত ভক্তকে কৃতার্থ করেছেন।

বস্তুত নানারকম সামাজিক কার্যে অংশ নিতেন মাতা সারদা। বস্তুত সারদারূপিনী দেবী সরস্বতী ১৮৯৮সালের ১৩ নভেম্বর কালীপুজোর দিন নিজের হাতে ১৬নং ঘোষপাড়া লেনে নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সারা ভারতে নারীশিক্ষা বিস্তারে নব ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

বাগবাজারে বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ ঃ 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার বাস্তব রূপদানের জন্য সারা বিশ্বব্যাপী তা প্রচারকালে বাগবাজারের ন্যায় পবিত্রভূমিতে বীরেশ্বর বিবেকানন্দ ও শ্রীমায়ের পারস্পরিক সাক্ষাৎ ঘটেছিল ১৮৯৮ সালের ১৪ মার্চ। ১০/২, বোসপাড়া লেনের বাড়িটি তাই আলাদা স্মৃতি বহন করে। মাতা-পুত্রের সেই মিলন ছিল বড়ই মধুর। মূলত পুত্র স্বরূপ বিবেকানন্দের যুগান্তকারী সর্বকার্যেই মাতা সারদার বরাবরই পূর্ণ সমর্থন ছিল। ১৮৯৮ সালের দুর্গাপুজোর মহাষ্টমীর দিন উপরোক্ত বাড়িতে (১০/২, বোসপাড়া লেন) এক অপূর্ব লীলাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর শ্রীমা জানিয়েছিলেন এক নিগূঢ় তত্ত্ব-- বিবেকানন্দ যতই কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করুন না কেন (উদারময়), শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি দায়বদ্ধ-- জগৎকল্যাণের জন্য তাঁকে কাজ করতেই হবে। আর এমতাবস্থায় সাশ্রুনয়নে স্বামীজি মায়ের পা দু'টি জড়িয়ে ধরলেন।

এছাড়া ভগিনী নিবেদিতাকে কলকাতা তথা ভারতের বুকে সফলকাম করে তোলার জন্য বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ভূমিকা চিরস্মরণীয়।

বাগবাজারে স্বামীজি-শিষ্যা ওলি বুল ঃ যে কোনও বিষয়ের পশ্চাদপট বা পটভূমির ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের পত্নী তথা সারদার যে ফটোটি (দেবীর প্রসন্নমুখ) আজ ভারতবর্ষ সহ সারা বিশ্বে পূজিত হচ্ছে তার চিত্রগ্রাহক মিস্টার হ্যারিংটন হলেও এর আদ্যান্ত উদ্যোগী হিসেবে স্বামীজি-শিষ্যা ওলি বুলের নাম চিরস্মরণীয়।

১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাসে ১০/২, বোসপাড়া লেনের বাড়িতে সকলের উপস্থিতিতে লজ্জাশীলা সারদাদেবী প্রথমে ফটো তুলতে রাজি না হলেও বিদেশি নারী ওলি বুলের একান্ত অনুরোধে শেষ পর্যন্ত সম্মন হন। একটি নয়, দু'টি ছবি তোলা হয় শ্রীমার। প্রথমটি দু'টি পা সম্পূর্ণ আবৃত অবস্থায়, আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে পদাঙ্গুলি অনাবৃত রয়েছে শ্রীরাম।

(ক্রমশ)

শ্রীনগর ছাড়তে তৎপর বিদেশি পর্যটকরা। তারই চিত্র ধরা পড়ল ডাললেকের এক শিকারায়

পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর

কলকাতা ঃ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে শপথগ্রহণ করলেন জগদীপ ধনকর। রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে নতুন রাজ্যপালকে শপথবাক্য পাঠ করান কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি বি এন রাধাকৃষ্ণন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য এবং অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুষ্পস্তবক দিয়ে নতুন রাজ্যপালকে স্বাগত জানান।

রাজ্যপাল ধনকর কেশরীনাথ ত্রিপাঠির জায়গায় স্থলাাভিষিক্ত হয়েছেন। রাজ্যপাল হিসেবে ত্রিপাঠির মেয়াদ গত ২৩ জুলাই সম্পূর্ণ হয়েছে।

নতুন রাজ্যপাল সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। ওইদিন নবনিযুক্ত রাজ্যপাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

নতুন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর'কে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের জন্মবার্ষিকীতে আলোচনা সভা

কলকাতা ঃ বিশিষ্ট প্রকৃতি বিজ্ঞানী, লেখক গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ এক দিবসীয় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বসু প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের সহযোগিতায় বিজ্ঞান প্রসার, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান প্রসারের অধিকর্তা ডঃ নকুল পরাসর।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বসু প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা অধ্যক্ষ ডঃ উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তপন সাহা। গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কর্মজীবন, জীববৈচিত্র পর্ববেক্ষণ এবং সংরক্ষণ, বিজ্ঞান, সাহিত্য নিয়ে অনুষ্ঠানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জীব বিজ্ঞান গবেষণা ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর স্নেহধন্য ভট্টাচার্য কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে তাদের অনেক অজানা তথ্য প্রকাশ করেন। যা পরবর্তী সময়ে তাঁর বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক বইতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গবেষণা ২২টি ভারতীয় এবং একাধিক বিদেশি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় অসামান্য লেখনী ভঙ্গির জন্যও তিনি বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন।

আইসিসি'কে শাহেনশাহ'র খোঁচা

বিশেষ প্রতিবেদন **২০১৯ বিশ্বকাপ ফাইনাল ১০০ ওভার শেষে টাই। ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। প্রথমে ব্যাট করে সুপার ওভারে ইংল্যান্ড তোলে ১৫ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নিউজিল্যান্ডও তোলে ১৫ রান। কিন্তু ম্যাচ জিতে নিল ইংল্যান্ড। সঙ্গে বিশ্বকাপও। কারণ, আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, ম্যাচ টাই হওয়ার পর সুপার ওভারেও মীমাংসা না হলে যে দল সেই ম্যাচে বেশি সংখ্যক বাউন্ডারি মেরেছে তাদের জয়ী বলে ঘোষণা করা হবে। আইসিসির এমন নিয়ম মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই। আইসিসির এই অদ্ভুত নিয়ম নিয়ে সরব হয়েছেন যুবরাজ সিং, রোহিত শর্মা থেকে গৌতম গম্ভীররা। বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসিকে এবার খোঁচা দিতে ছাড়লেন না বিগ বি অমিতাভ বচ্চন।**

তিনি এক টুইটবার্তায় লেখেন, আপনার কাছে ২,০০০ টাকা আছে। আমার কাছেও ২,০০০ টাকা আছে। আপনার কাছে ২,০০০ টাকার একটি নোট রয়েছে। আর আমার কাছে ৫০০ টাকার চারটি নোট আছে। তাহলে কে বেশি ধনী? তবে যার কাছে ৫০০ টাকার চারটে নোট আছে সেই ধনী!

প্রধানমন্ত্রীর প্রগতি বৈঠক

নয়াদিল্লি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে ৩০তম প্রগতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং সময়মতো তা রূপায়ণের লক্ষ্যে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বৈঠক হয়।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর নতুন সরকারের এটিই ছিল প্রথম প্রগতি বৈঠক। এর আগের ২৯তম প্রগতি বৈঠকে ২৫৭টি প্রকল্পের জন্য যে ১২ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল, তা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছিল। একইসঙ্গে ৪৭টি পরিকল্পনা বা কর্মসূচি নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়েছিল। ১৭টি ক্ষেত্রে ২১টি বিষয়ে গণ অভিযোগের সমাধান নিয়েও পর্যালোচনা হয়েছিল সেই বৈঠকে।

প্রধানমন্ত্রী ওইদিন 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগের কি সমাধান হয়েছে তা খতিয়ে দেখেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন কেন্দ্রীয় সরকার সংকল্প অনুযায়ী ২০২২ সালের মধ্যে কোনও পরিবারই গৃহহীন থাকবে না। এই লক্ষ্যপূরণের জন্য কোনও বাধা এলে তা দূর করে প্রত্যেক আধিকারিককে দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। একইসঙ্গে অর্থ পরিষেবা দফতর নিয়ে গণ অভিযোগের সমাধান বিষয়টিও পর্যালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

আয়ুষ্মান ভারতের কাজও পর্যালোচনা করেন মোদী। তিনি জানান, ৩৫ লক্ষেরও

বেশি সুবিধাভোগী হাসপাতালে ভর্তির সময় এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন এবং ১৬ হাজার হাসপাতাল এ পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে। আগামী দিনে এই প্রকল্পের আরও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারগুলির কাছে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিশেষভাবে উন্নয়নে আগ্রহী জেলাগুলিতে এই প্রকল্পের লাভ এবং সুফল নিয়ে একটি সমীক্ষা করা দরকার। এই প্রকল্পের অপব্যবহার এবং কীভাবে মানুষ প্রতারণার শিকার হচ্ছে, তা নিয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তাও জানতে চান প্রধানমন্ত্রী।

সুগম্যা ভারত অভিযান প্রকল্পের পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, দিব্যাঙ্গজনেরা জনসমক্ষে (পাবলিক প্রেমিসেস) সবরকম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন কি না তার প্রত্যুত্তর (ফিডব্যাক) সংগ্রহ করার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন। দিব্যাঙ্গজনদের সবরকম সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষকে আরও বেশি সচেতন এবং আগ্রহী হতে হবে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

জলশক্তির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশেষ করে বর্ষাকালে জল সংরক্ষণ বিষয়ে রাজ্যগুলিকে আরও বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে।

রেল ও সড়ক ক্ষেত্রে ৮টি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পগুলি রয়েছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, হিমাচলপ্রদেশ এবং গুজরাতে।

পা দিলেই ব্রিজে তৈরি হচ্ছে 'ফাটল'! তবুও হেঁটে যাচ্ছেন পথচারীরা

বিশেষ প্রতিবেদন **প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পরিবহন ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তন এনেছে চিন। দ্রুতগতির ট্রেন থেকে সড়ক পরিবহনের কাঠামো। চিনের এই ব্যবস্থা দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। সেই তালিকায় এবার নতুন সংযোজন গুইঝাউ প্রদেশে তৈরি একটি স্কাইওয়াক। এই স্কাইওয়াকের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় নিজেদের বিস্ময় গোপন করতে পারছেন না সেখানকার পথচারীরা।**

দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের গুইঝাউ প্রদেশে ওই স্কাইওয়াকটি তৈরি করা হয়েছে ৫ডি প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে। ৭০০ ফুট লম্বা এই স্কাইওয়াক প্রায় সাড়ে সাত ফুট চওড়া। এর মেঝে তৈরি হয়েছে কাচ দিয়ে। আর হাঁটতে হাঁটতে সেই কাচের দিকে তাকালেই অবাক হয়ে যাচ্ছেন পথচারীরা।

কারণ ওই কাচের মেঝেতে ৫ডি প্রযুক্তির মাধ্যমে ফুটে উঠছে বিভিন্ন অবস্থা। যেমন, পা দিলেই মনে হচ্ছে ফাটল ধরে যাচ্ছে কাচের মেঝেতে। মনে হচ্ছে এই বোধহয় ভেঙে পড়বে। কিন্তু তা সত্যিকারের ফাটল নয়। ডিজাইন মাত্র। শুধু তাই নয়, স্কাইওয়াকের মেঝের নীচে ফুটে রয়েছে ফুল, ভেসে বেড়াচ্ছে মাছও।

৫ডি প্রযুক্তির এই ব্রিজ রয়েছে মাটি থেকে প্রায় ২৬০ ফুট বা ৮০ মিটার উপরে। অর্থাৎ এর উচ্চতা ২০ তলা বাড়ির থেকেও বেশি। আর এই ব্রিজে একসঙ্গে যাতায়াত করতে পারেন প্রায় ৪০০ লোক।

বাল গঙ্গাধর তিলকের জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

নয়াদিল্লি **লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এক বার্তায় তিনি বলেছেন, লোকমান্য তিলকের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে কোটি কোটি প্রণাম। দেশভক্তির ভাবনায় ওতঃপ্রোতভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন এই স্বতন্ত্রতা সেনানী। পাশাপাশি পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁর এই অবদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে সর্বদা স্মরণ করবে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।**

goodmorning.net.in
A new platform for all.
Speak out,
pose your questions.

লর্ডসে বিশ্বকাপ ফাইনালে টানটান উত্তেজনার মধ্যে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ট্রফি হাতে ইংল্যান্ড ক্রিকেটাররা।

কিউয়ি বধে বিশ্বজয় ব্রিটিশদের

লর্ডস ঃ ক্রিকেট স্রষ্টা দেশ। ক্রিকেটের মক্কা বলে পরিচিত সেদেশের একটি স্টেডিয়াম। বিশ্বের সেরা ঘরোয়া ক্রিকেট লিগ হয় সেদেশের মাঠে, অথচ কোনওদিন ইংরেজরা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতেনি। এই হতাশা যেন কোনওভাবেই লুকোনো যেত না এতদিন। তবে এবার ফের একবার ঘরের মাঠে সুযোগ এসেছিল এবং তা কাজে লাগাতে ভুল করেননি ইয়ন মর্গ্যানের ছেলেরা। ফাইনালে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পেলেন ইংল্যান্ড ক্রিকেটাররা।

প্রথমে ৫০ ওভার করে খেলা হওয়ার পরে ম্যাচ টাই হয়। তারপরে সুপার ওভারও টাই হয়। প্রথমে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ড ৮ উইকেটে ২৪১ রান তোলে। জবাবে ইংল্যান্ড একই রানে অলআউট হয়ে যায়।

ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। সেখানে প্রথমে ব্যাট করে ইংরেজরা ৬ বলে ১৫ রান তোলে। তাতে ছিল ২টি বাউন্ডারি। ১৬ রান তাড়া করতে নেমে কিউয়িরাও থামে ১৫ রানে। তবে মাত্র একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। ফলে যাঁরা বেশি বাউন্ডারি হাঁকাবে ম্যাচ তাঁদের পক্ষে যাবে যদি সুপার ওভার টাই হয়। ফলে সেই নিয়মে ইংল্যান্ড জয়ী হয়।

ফাইনালে টসে জিতে কিউয়ি অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন প্রথমে ব্যাট করেন। ওপেনার হেনরি নিকোলস ৫৫ রানের ইনিংস খেলেন। অপর ওপেনার মার্টিন গাপটিল ভাল শুরু করেও ১৯ রানে ফেরেন। তিন নম্বরে নামা অধিনায়ক উইলিয়ামসন করেন ৩০ রান। টম ল্যাথম করেন ৪৭ রান। সবমিলিয়ে ৮ উইকেটে ২৪১ রানের মোটামুটি ভদ্রস্থ স্কোর খাড়া করে কিউয়িরা।

এদিকে রান তাড়া করে জেতা বিশ্বকাপ ফাইনালে কোনওদিনই সহজ নয়। তা সে যতই ছোট টার্গেট হোক না কেন। ইংল্যান্ড শুরুটা ভাল করলেও মিডল অর্ডারে হোঁচট খায়। শুরুতে ১৭ রানে জেসন রয় ও জনি বেয়ারস্টো ৩৬ রানে ফিরলে তিন নম্বরে নামা রুট ৭ ও চার নম্বরে নামা ইয়ন মর্গ্যান করেন ৯ রান।

তবে পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্রিজে নামা বেন স্টোকস অনবদ্য ৮৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে যান। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দেন ৫৯ রান করা জস বাটলার। মূলত এই দুজনের সৌজন্যেই ইংল্যান্ড মাথা ঠান্ডা রেখে সুপার ওভারে ভাল ব্যাটিং করে কাপ ঘরে তুলতে সক্ষম হয়।

এছাড়া বোলিংয়ে আলাদা করে বলতেই হবে সুপার ওভার বল করতে আসা জোফ্রা আর্চারের কথা। একটি ছক্কা খাওয়ার পরও তিনি মাথা ঠান্ডা রেখে দলকে জিতিয়ে ফিরেছেন। সবমিলিয়ে ১৯৯২ সালের পর ফের ফাইনালে উঠে প্রথমবার বিশ্বকাপ ঘরে তুলল ব্রিটিশরা।

আইসিসি'র নিয়মে ক্ষুব্ধ গম্ভীর-রোহিত, ক্ষোভ সোশ্যাল মিডিয়ায়

নয়াদিল্লি ঃ বাইশ গজ যে কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট টিম ও গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ক্রিকেট অনুরাগীরা। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ম্যাচ টাই হওয়ায় প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ ফাইনাল গড়াল সুপার ওভারে। সেখানেও নাটক। ফের ম্যাচ টাই হওয়ায় বাউন্ডারি সংখ্যার নিরিখে ফলাফল চূড়ান্ত হল লর্ডসে অনুষ্ঠিত মেগা ফাইনালের। কিন্তু রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের নিষ্পত্তিতে আইসিসি'র নিয়মে হতাশ বর্তমান থেকে প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। কেবল হতাশই নন, বিশ্বক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার তৈরি নিয়মে ক্ষুব্ধ বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানসংগ্রহকারী রোহিত শর্মা থেকে শুরু করে প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা বর্তমানে বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীর, যুবরাজ সিং।

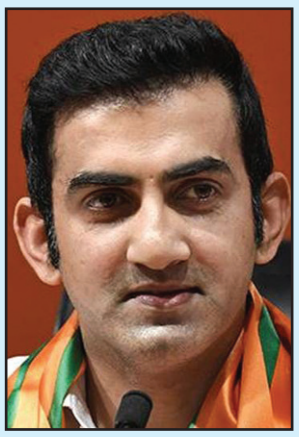

আইসিসি' নিয়মানুযায়ী, সুপার ওভার কোনোভাবে টাই হলে পঞ্চাশ ওভার ও সুপার ওভার মিলিয়ে যে দল বেশি বাউন্ডারি হাঁকাবে তারা বিজয়ী হবে। সেক্ষেত্রেও বাউন্ডারির সংখ্যা সমান হলে সুপার ওভারে স্কোরিং ডেলিভারি নির্ণায়ক হয়ে উঠবে ম্যাচে। আর আইসিসি'র নিয়ম মোতাবেক রবিবাসরীয় ফাইনালে দুই ইনিংস মিলিয়ে বাউন্ডারি সংখ্যায় বাজিমাত করে যায় ইংল্যান্ড। গোটা ম্যাচে ইংল্যান্ড যেখানে ২৬টি বাউন্ডারি মারে, সেখানে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে নিউজিল্যান্ড (১৬টি)।

ম্যাচ শেষে ট্যুইটারে গম্ভীর লেখেন, 'কীসের অনুপাতে খেলা নির্ধারণ হল বুঝতে পারছি না। বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ হচ্ছে বেশি বাউন্ডারি হাঁকানোর নিরিখে। হাস্যকর নিয়ম। ম্যাচটা নিশ্চিতভাবে টাই ঘোষণা করা উচিৎ ছিল। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট টিম ও ইংল্যান্ড ক্রিকেট টিম দুই দলকেই রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

গম্ভীরের পাশাপাশি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানসংগ্রহকারী রোহিত শর্মাও ব্যথিত নিউজিল্যান্ডের হারে। রোহিত জানান, 'ক্রিকেটে কিছু নিয়মের দিকে অবশ্যই নজর দেওয়া দরকার।'

প্রাক্তন দুই ক্রিকেটার যুবরাজ সিং ও মহম্মদ কাইফের মতেও ট্রফি ভাগ করে নেওয়া উচিৎ ছিল দু'দলের। যুবরাজ বলেন, 'বাউন্ডারির এই নিয়ম মেনে নেওয়া সত্যিই কষ্টের। এটা অনেকটা ফুটবলের সাডেন ডেথ নিয়মের মতো। এর চেয়ে পুনরায় সুপার ওভার হলে বিষয়টা আরও ভাল হত। কাউকে চ্যাম্পিয়ন বেছে নিতেই হত, কিন্তু আমার মতে বাউন্ডারি সংখ্যার বিচারে বিজয়ী ঘোষণা করার চেয়ে ট্রফি ভাগ করে দেওয়া অনেক ভাল সিদ্ধান্ত ছিল।'

কাইফ জানিয়েছেন, 'আমি এই নিয়মকে সমর্থন করি না। কিন্তু নিয়ম নিয়ম। তাই টিম ইংল্যান্ডকে অভিনন্দন। দুর্ধর্ষ ফাইনাল। হৃদয় জিতে নিয়েছে কিউয়িরা। শেষ অবধি ওরা কি লড়াইটাই না লড়ল।'